তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৩২

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- জিনিউজ২৪.কম-এর সম্পাদক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জিল্লুর রহমান (অব.) এবং বেষ্টওয়ে গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও মিজানুর রহমান।

তারিখ- ২০-০৬-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক দেশের কোভিড পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো আবার উদ্বেগজনক ভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে শতকরা হিসেবে আক্রান্তের সংখ্যাও। এবং সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত তার ভ্যাকসিন সমস্যার সমাধান সেই অর্থে করতে পারছে না। চেষ্টা চলছে সরকারের দিক দিয়ে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো আশাব্যঞ্জন খবর পাওয়া যায়নি। আর এরই মধ্যে ২০২১ এবং ২০২২ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছে। সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট মাসের শেষ নাগাদ যখন সংসদে পাস হবে তার আগ পর্যন্ত বাজেট নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে তা কতটা সংযোজন-বিয়োজন হবে তা সেটি নিয়ে এখনও অনেকের মধ্যে প্রশ্ন বা সংশয় রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং সেই তার জন্য প্রক্রিয়া চলছে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে নানারকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বাঁয়ে বসা আছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষক (অব.) মেজর জিল্লুর রহমান এবং আমার ডানে রয়েছেন বেষ্টওয়ে গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও মিজানুর রহমান। স্বাগতম আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়। মি. মিজানুর রহমান আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি আবার একটু উদ্বেগজনক ভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে কেন এই রকম পরিস্থিতি বলে মনে হয় সরকারের দিক থেকে নানারকম পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে লকডাউন এখনো চলছে যদিও সেটি নিয়ে নানান জনের নানান প্রশ্ন রয়েছে। টিকা নিয়ে এক ধরনের সংকট

তৈরি হয়েছে। সো আপনি পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে এবং এর থেকে বেরুবার উপায় কি এবং কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো বলে আপনি মনে করেন?

মেজর জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ আপনাকে সমকালীন একটা বড় ধরনের বিপদের ভেতর দিয়ে দেশে চলছে। আপনি সর্বদা এদেশের ঘটমান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আসেন বাট বর্তমানে কোভিড বা করোনা আক্রান্তের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে এখন আপনার প্রশ্ন যে এই অবস্থাটা কেন হল এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার পরিত্রাণটা আমাদের কি। এর থেকে বেরিয়ে আসার পরিত্রান এবং এই অবস্থা কেন হল দেখেন আমি সর্বদা আলোচনায় বলি যে মানুষ সর্বদা তাড়িত হয় বিবেক দিয়ে অথবা আবেগ দিয়ে। কিন্তু আবেক যদি বিবেক কে কন্ট্রোল করে সেই জায়গায় কাজ কাম সিদ্ধান্তই সব কিছুই ভুল হয়। তাই আমাদেরও যাইতে হয় তাহলে তো আমাদের দেয়না। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবে বিবেক তখনই সঠিক কাজটা করা সম্ভব হয়। যেমন দেখুন বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার আগে আমি আপনাকে একটু প্রথম দিকে নিয়ে যায় দেখেন আমরা এতো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এই করোনার জন্য যখন নিজের পিতা-মাতা-সন্তান বাগানের অন্ধকারে রাতের আধারে ফেলে রেখেছি। দাফন করার জন্য আমরা লোক খুঁজে পাই না এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো যুক্তি এবং বিবেকের বাইরে আমার মনে হলো আবেগ এবং হুজুগের একটা জাতির সত্তা কি আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধে ফেলল কিনা। এটা এখন নিতান্ত ভাববার বিষয় দেখুন লকডাউন এ কথা আপনি বলছেন লকডাউন এই শব্দটা আমি বলতে চাই না কারণ এই শব্দের সাথে আমাদের সাধারন জনসাধারণ পরিচিত না এমনকি আমিও খুব পরিচিত ছিলাম না। আমি একজন মেজর। তারপর লকডাউনে এই করোনার সময়ে এই শব্দটার সাথে পরিভাষাগত ভাবে আমি পরিচিত হয়েছি। এখন আসুন আমি একটু পিছনের দিকে যাই যে ওরস্যালাইনের দিলাম ঘুঁটা, এক চিমটি লবণ আর এক মুষ্টি গুড় আর পানির সাথে দিলাম ঘুটা এই খাঁটি আদি বাংলা ভাষায় যদি আমার জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারতাম, বুঝাতে পারতাম তাহলে হয়তো লকডাউনে পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ এখানে বাংলা ব্যবহার করা যেত সেটা মনে হয় বুঝতে একটু সুবিধা হত। এখন আসেনি অবস্থার মধ্যেখানেও আমরা কেউ আইনের প্রতি, স্বাস্থ্যবিধি মালা কোনটার প্রতি সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না। আপনি দেখুন প্রথম অবস্থায় বলা হয়েছে যে ঘরের বাহিরে বাইর হবেন না প্রয়োজন ছাড়া এমনকি সেনাবাহিনী দিয়ে কিছু খোলা বাগান করা হলো। পুলিশ দিয়ে বাজার সওদা বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা সরকার করলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় সরকার একা কিছু করতে পারবে না। সরকার তো এমন কোন

আসমানের ওহী না যে সরকার বললে সেটা হয়ে যাবে। সরকার একটা ব্যবস্থাপনা গ্রুপ। সেই ব্যবস্থাপনা গ্রুপ আপনি হেড আপনি আমাকে যে নির্দেশনা দিবেন আমার সেই নির্দেশনার প্রতি আপনার পদমর্যাদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকতে হবে জাতির এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য। সেই জায়গায় আমরা পদে পদে আমরা ব্যর্থতার পর্যবেশিত হয়েছি। আমরা কি করেছি আমরা ডক্টরদের যারা হাসপাতালে ডিউটি করেছে প্রথম অবস্থায় তাদেরকে স্থানীয় লোকজন রাস্তায় বাশ বেঁধে ঘরে তালা মেরে রেখেছে যে এই এলাকায় করোনা ছড়িয়ে দেবে আমরা কেউ বাঁচবো না। এমন আমরা সচেতনতা অতি সচেতনতা এবং সংবিধান শীলতা আমরা দেখেছিলাম আমরা সেই জাতি। এখন সেই একই জাতি আমাদের কি হলো যে এখন করোনা আমরা ভয় পাইনা। এমনকি কালকে এক পুলিশ অফিসার আমাকে বলল যে, আমি একটা মুসল্লিকে বললাম এক মসজিদে নামাজ পড়ি তাকে বললাম যে ভাই আপনিতো মাস্ক টাস্ক পড়ছেন না। বলে না না না মসজিদের ভিতরে করো না আসবে না। তখন উনি আমাকে বলল আমি তাকে বললাম যে ভাই আমার সামনে তো দুইজন মুসল্লী মারা গেল তারা তো প্রথম কাতারেই নামাজ পড়তো। তারাতো করোনায় মারা গেল। ও তাইতো দেখা যাক মৃত্যু আসলে তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই যে কথা সবকিছু হয় সরকারের পরে না হলে আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিলাম আমি নিজের হাতে কিছু রাখছি না। অবস্থার জন্য আমরা দায়ী। এখন আসি প্রথম অবস্থায় আমরা এখানে সতর্ক করেছিলাম আলোচনায় আপনার এখানে আমরা অনেক আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ভারতে যেভাবে এই করোনা মহামারী এবং আগ্রাসী অবস্থা যেভাবে ধারণ করেছে আমরা কিন্তু এর থেকে পরিত্রান পেতে পারবো না যদি কিনা আমরা এখন থেকে সতর্ক না হই। সমস্ত ল্যান্ড, সি, ইয়ারপোর্ট সিল করে ফেলতে হবে। সিল মিন্স সিল। নো মিন নো। এখন দেখা যায় কি আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন যে পাসপোর্টধারী যারা তারেনা বি সিল করেন বা বিনা পাসপোর্টে লোকজনতো আসা-যাওয়া করছে তাদের আত্মীয় স্বজন ওখানে আছে। আসা-যাওয়া আছে। আবার কিছু কিছু রোগী আছে। এ ধরনের বিষয়গুলো আছে। আমি মনে করি যে দেখেন উন্নত দেশ হলে তারা আইনের প্রতি যে শ্রদ্ধা রাখেন বা সরকারের নির্দেশনার প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধাশীল আমরা অতটুকু শ্রদ্ধাশীল নই। আমার জাতিকে তৈরি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এটা সম্পূর্ণভাবে আমি বলব যে সরকারি পর্যায়ে যে প্রাথমিক পর্যায়ে মোটিভেশনাল যে একটা ওয়ার্ক করার দরকার ছিল তা হয়নি। আমরা কি পেলাম প্রথম অবস্থায় শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেহেতু করোনা আসাতে আমাদের সব মন্ত্রণালয় কমবেশি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। করোনা আসাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের দুর্বলতাগুলো এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছে, দুর্নীতি গুলোই এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছে যখন জাতি তাদের উপর খুব একটা

আস্থা রাখতে পারছিল না। বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা সমালোচনা এবং দুর্নীতি এবং অসত্য তথ্য বিবৃতি বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হচ্ছিল। এই অবস্থাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে সউদ্যোগে সামগ্রিক ব্যবস্থাটা নিজের হাতে নিয়ে ব্যবস্থাপনা করে সেই ইকুপমেন্টগুলার দুর্নীতি, তারপর আমি তার নাম নিতে চাই না এক ভদ্রলোক তিনি হাসপাতাল করলেন, আরেক লেডি ভদ্রমহিলা তিনি আরেক হাসপাতাল করলেন। তারপর কি করলেন উনারা সার্টিফিকেট দেয়া শুরু করলেন। কি সনদ আরে বাবারে রাতারাতি সনদ। সেই সনদ কিন্তু জিল্লুর ভাই এখনো শেষ হয়নি এখনো বিদেশগামী যারা তারা বেশি মূল্যের সনদ খরিদ করছেন। কোথা থেকে? এই এস গ্রুপ।

জিল্লুর রহমানঃ বিদেশে যাওয়ার তো আলাদা সার্টিফিকেট সেখানে আলাদা জায়গা আছে।

মেজর জিল্লুর রহমানঃ সেখানে যাচ্ছেন না। দেওয়া আছে।

জিল্লুর রহমানঃ নির্ধারিত

মেজর জিল্লুর রহমানঃ নির্ধারিত জায়গা আছে। আমি এটা করেছি কিন্তু সেখানে যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না পাসপোর্ট আমি নিয়ে এক জায়গায় দেখাচ্ছি আর সার্টিফিকেট নিচ্ছি আরেক জায়গা থেকে। এই সনদ নিয়ে কিছু এয়ারপোর্টে আটকাতে পাচ্ছে যারা বৈধভাবে আছেন। এটা বিদেশে কি হচ্ছে দেখেন এটার সর্বনাশের জায়গাটা কোথায়। এই যে ভুয়া সনদ এখানে দেওয়া হয় এই সনদটা নিয়ে বিদেশে যারা প্রবাসী চাকরি করেন সেখানে যাওয়ার পর তারা তো সেখান থেকে দূর হতে পারছে না। সেখানে ডিটেকটেড হচ্ছে। সেটা গেল তার ইন্ডিভিজুয়াল একটা ক্ষতি। কিন্তু রাষ্ট্রের এবং জাতিগত এবং দেশের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি এটাতো পুনরুদ্ধার করা কঠিন কাজ। এবং তারা তো আমাদের কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করতে পারবে না। এই অবস্থা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় থলের বিড়াল থলের ভিতরে রেখে, কুয়ার ভিতরে পঁচা ইঁদুর রেখে আপনার ৪০ বালতি পানি ফেললে এই ফতোয়া দিয়ে কুয়ার পানি আপনি পবিত্র করতে পারবেন না আগে ওই পচা ইঁদুর বাইর করতে হবে। এখন দেখেন যে সর্ষের ভিতরে ভূজ।

জিল্লুর রহমানঃ ছোট করতে হবে একটু উনার কাছে যাব।

মেজর জিল্লুর রহমানঃ হ্যাঁ আসছি। এখনো সেই অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্সিভ মটিভেশনাল ওয়ার্ক এবং আপনি আরেকটা কথা বলেছেন পাশাপাশি সেটা হচ্ছে টিকার কথাটা। টিকা রাজনীতি এখন আমি বুঝি না স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে আমার চুক্তি হয়ে গেছে আসছে আবার ওই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্য ডক্টর সাহেবরা উনারা বলছেন যে না চুক্তিতো এই ধরনের এখনো কিছু দেখছি না। আবার চুক্তি করছেন আপনি একবার যাচ্ছেন চায়না ভাষায় সাইন করতে, একবার যাচ্ছেন হিব্রু ভাষায় সাইন করতে, আপনি ইংরেজি ভুলে গেছেন। আবার রাশা ওই একই কথা বলছে। চায়না এম্বাসেডর বলছে বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষ যে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ আমি বলব যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ যে তথ্যগুলো দিচ্ছে তা তো সঠিক বলে মনে হয় না। এগুলো কি আমাদের জন্য একটা অশনিসংকেত নয়।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মিস্টার মিজানুর রহমান। সো আপনি পরিস্থিতিটাকে কিভাবে দেখছেন? একই সাথে এই পরিস্থিতি আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে?

মিজানুর রহমানঃ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই। আমার মনে হয় কোভিড নিয়ে আমাদের গেস্ট জিল্লুর ভাই অনেক লম্বা করে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় আনার চেষ্টা করেছেন। তো আমি মনে করি যে কোভিডটা কি কোভিডের ফলে কি হচ্ছে এগুলো কিন্তু এখন দৃশ্যমান। কোভিডটা কিন্তু প্রথমদিকে যেই ট্রমাটা সৃষ্টি করেছিল মানুষের মধ্যে এখন ট্রমাটা কেটে গেছে। বাট সবচেয়ে বড় কথা হলো ট্রমাটা কেটে যে পরিমাণ জনসচেতনতা মানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের কি করণীয় আছে যেমন আমার মাস্কিং করা, স্যানিটাইজেশন করা, তারপর মুভমেন্টে যে কন্ট্রাক্টে সিন গুলো করা এগুলো আমরা কিন্তু দীর্ঘ সময়ে আমরা পেয়েছি। তো জাতিগতভাবে আমরা মনে করি যে আমরা অনেক জিনিস খুব দ্রুত নেই মাথায় নেই আর খুব দ্রুত ভুলে যায়। তো আমাদের এটা করা উচিত না আমাদের উচিত হলো যে আমাদের কোভিড সিচুয়েশনগুলো আছে কারণ আলটিমেটলি কি হচ্ছে দেখেন আমাদের যে ইন্ডিয়ায় আপনি দেখেন যে ইন্ডিয়ার যে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টটা ইম্প্যাক্ট করল এখানে যেভাবে। তার আগে কিন্তু সেখানে একেবারে পুরো জাতিগতভাবেই যে নির্বাচন, নানান ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলো যেভাবে পালিত হচ্ছিল, তারপরে কি হলো গ্রামেগঞ্জে শহর তো আছে মানে গ্রামেগঞ্জে মানুষ এভাবেই মৃত্যুবরণ করল যে মানে শত শত লাশ, ভাসমান ভাসমান লাশও কিন্তু সেই রিভারে দেখা গেল। তো এইযে সিচুয়েশন থেকে আমাদের শিখতে হবে জানতে হবে কারণ আমরা ইন্ডিয়ার একেবারেই যে বর্ডার দৃষ্টিক গুলো আছে বড় একটা জায়গায় কিন্তু আমরা বাংলাদেশীরা ইন্ডিয়ার সাথে

কানেক্টেড। তো সেই জায়গাগুলোতে এখন মানে ধরেন করোনার যে এফেক্টটা তৈরি হয়েছে আপনি জানেন কিনা যে ঢাকায় এটার ইম্প্যাক্টটা এটা কিন্তু যদি টোটাল পার্সেন্টেজটা বলেন ঢাকার টা কম। বাট বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট লাইক রাজশাহী, সাতক্ষীর্ তারপর সিলেট, তারপর এই যে খুলনা, যশোর এদিকটায় কিন্তু আপনার ইয়েটা বাড়ছে আরকি। তো ফলে আমাদেরকে মনে হয় গভর্মেন্টের পক্ষ থেকে এখন লকডাউনগুলোকে মানে আসলে তো এখানে লকডাউন বলতে আমরা সত্যিকার অর্থেই এখন বলছি যে, কোভিড হলোও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর যে একটা ইম্প্যাক্ট করছে মানে জীবনের ক্ষেত্রে একটা আর জীবিকার ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের প্রবলেম দেখা গেছে আর কি। সেটা কি সেটা হলো যে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দুটো জায়গা থাকে একটা হল আমাদের ইন্টার্নাল ইকোনমি, আরেকটা হল যে আমরা দ্যাট ইজ ডোমেস্টিক প্রডাক্ট যেগুলো হয়। আরেকটা হল যে আমরা ধরেন এক্সপোর্ট করে যে টাকাগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসি। এখন আমরা যদি এক্সপোর্টের মার্কেটটা বলি বিকজ অফ কোভিড আমাদের মার্কেট টা কিন্তু অনেক শৃঙ্গ করেছে। অনেক শৃঙ্গ করেছে কারণ এভরিওয়ান ইস ফাইটিং এগেইনস্ট দ্য থার্ড, ফরথ ওয়েভ। বাট মজার ব্যাপার আপনি দেখেন আমেরিকায় ৪০ পার্সেন্ট এর মতো কোভিদ মানে কোভিদের যে ভ্যাক্সিনেশন ৪২পার্সেন্ট কোভিড ভ্যাক্সিনেশন করে তারা কিন্তু অলমোস্ট তাদের বিজনেসগুলোকে ওপেন করতে পেরেছে। এর আগে আমার একটা প্রোগ্রাম আমি বলেছিলাম যে আমি বিল গেটস-এর একটা নোটস পড়েছিলাম সেখানে বলা হয়েছিল যে এখান থেকে নিষ্কৃতির জন্যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনের কোন অল্টারনেটিভ নাই। তাহলে আমাদের এখানে যদি ভ্যাক্সিনেশনটা চিন্তা করেন তাহলে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত কিন্তু ভ্যাকসিনেশনে। আমাদের এখানে ২ পার্সেন্ট এর মতো ভ্যাক্সিনেশন হয়েছে। তাহলে ৯৮ পার্সেন্ট ভ্যাক্সিনেশন আমরা যদি সেএ আমরা যদি এরকম ৪০ পার্সেন্টের ভ্যাক্সিনেশনে যাই মানে গত দেড় বছরে আমরা যদি ২ পার্সেন্ট অ্যাছিভ করি আর এখন তো এটা ট্রু যে ভ্যাকসিনেশন প্রত্যেকটা দেশেই মোরাললেস এফেক্টেড। আমরা আমাদের যেসব অল্টারনেটিভ করা উচিত ছিল প্রথমে যখন ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের এই এস্ট্রোজেনেকার যেই ইয়েটা করেছিলাম তার সাথে সাথে আমাদের বিকল্প জায়গা গুলো দেখার উচিত। এবং সেটা আপনার ধরেন আমরা বোধহয় বলেছিলাম যে, এখানে আপনার ফ্যাসিলিটেশন গুলো তৈরি করা মূলত এটা ট্রু যে আপনার এটা এমন একটা ভাইরাস এটার সাথে রেস্ট অফ আওয়ার লাইফ বসবাস করতে হবে। তো বসবাস করতে হলে তো আমাদের সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিজগুলো এখানে এরর ব্লক করতে হবে। আমরা শুধুমাত্র এই জ্যাকসগুলো ইমপোর্ট করে আমাদের যে এখন সিচুয়েশন গুলো তৈরি হয়েছে আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের জীবন

জীবিকা আর ব্যবসা টা তো জীবন-জীবিকা নিয়েই মনে এরমধ্যেই ব্যবসাটা এই জায়গাটায় আমরা চরম ভাবে আমরা একটা অর্থনৈতিক স্ট্রাগল ফেইস করছি। এবং সেটা এরকম হয়েছে যে আপনি জানেন আমাদের নতুন করে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি লোকের উপরে আপনা গরীব হয়েছে। আপনারা আনএম্প্লয়মেন্ট লাস্ট ২০-২১ এ আনএম্প্লয়মেন্ট হয়েছে অ্যারাউন্ড ৮৭ পার্সেন্ট অফ দি ইম্প্লাইড পিপল। ৮৭ পার্সেন্ট। সো ডেট এখন নতুন করে গরিব তৈরি হচ্ছে। এখন ধরেন প্রভার্টি যেখানে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রভার্টি মানে একটা ক্যালকুলেশন ছিল এটা আপনার ছিল ২২, ২৩ এর মতো। এটা কিন্তু ৩২ থেকে কেউ কেউ বলছে বাইরের যে এনজিওগুলো যে এটা ৪২ পার্সেন্ট পর্যন্ত চলে গেছে। তাহলে এগুলো ডিজ আর ডি আফটার এফেক্ট অফ দা কোভিড। এই কোভিডটা আমাদের যেমন কর্ম ক্ষমতা নষ্ট করছে এস অয়েল এস আমাদের যে বিজনেসের বাইরের যেই ক্ষেত্র রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু এফেক্ট করছে। সো ট্রুলি আমরা কিন্তু একটা স্পেশাল টাইমের মধ্য দিয়ে, একটা নিউ সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু অতিবাহিত হচ্ছি। এখানে আমাদের যেমন আপনার ধরেন সচেতনতা বাড়ানো দরকার আমি যদি মাস্ক পড়ে, আমি যদি কন্টাক্ট ট্রেসিং করে আমি যদি মেনে-গুনে, বিচার করে আমি যদি চলি তাহলে আমি নিজে এফেক্টেড না হয়ে অন্য কেউ কিন্তু আমরা বাঁচাতে পারি। এটা হল এক আর দ্বিতীয়ত হল যে, আমাদের সিচুয়েশনে মধ্যে বাঁচতে হবে। এটা একটা ওয়ার, এটা একটা যুদ্ধ। এটা একটা স্পেশাল সিচুয়েশন এবং ইট ইজ নট প্রিভাইলিং ইন বাংলাদেশ যে পৃথিবী আধার গুলো ভালো আছে সো দ্যাট আপনি ওখানে গিয়ে স্কিপ করতে পারবেন বা ওখান থেকে আপনি একটা হেল্প পেতে পারবেন। এভরিওয়ান ইজ ফাইটিং। সো যেহেতু এভরিওয়ান ইজ ফাইটিং তাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাদের যে ভ্যাকসিনগুলো আছে সেই ভ্যাকসিন গুলো তাদের জনগণকে দিতে চাচ্ছে। এখানে আমার মনে হয় গভর্মেন্টের কাছ থেকে আপনার ধরেন কিছু এটাকে আমি বলছি যে একটা স্পেশাল স্যাংশন, আবার একটা স্পেশাল পলিসি লাইক যে আমরা ইম্পোর্ট তো করবই। আমি দেখছি যে বিভিন্ন দেশে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে আসবে বা আসছে এরকম একটা পর্যায়ে আছে কিন্তু এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমাদের ৯৮ পারসেন্ট মানুষের ভ্যাক্সিনেশন কাভার করতে হবে কারণ আমাদের যে পর হেল্প সিচুয়েশন।

জিল্লুর রহমানঃ মেজর জিল্লুর রহমান যেটি মিস্টার মিজানুর রহমান বলছিলেন মাত্র ২ পার্সেন্ট, ৯৮ পার্সেন্ট বাকি আছে। জীবন-জীবিকা দুইটাতে আঘাত করেছে এবং আমরা যদি বাজেটের দিকে তাকাই সেই বাজেটেই জীবন-জীবিকার বাঁচানো পদক্ষেপ গুলো কি মনে হয় সেটি তো আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। কতটা

কোভিডকে অ্যাড্রেস করা উচিত টিকার প্রসঙ্গে যদিও অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন বছরে ২৫ লাখ করে টিকার ব্যবস্থা করবেন সো সেই হিসাব করতে গেলে আমাদের প্রায় আট বছরের মত সময় লাগবে সবাইকে টিকার ব্যবস্থা করতে।

মেজর জিল্লুর রহমানঃ এটা হচ্ছে আপনার কিতাবি কথা আর আমার হিসেবে আমি দেখেছি যে ৩৫ বছরে এটা সম্ভব হবে না কারণ এটার সাথে প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো ট্রান্সপোর্ট আর মিজান ভাই যেটা বললেন কোভিডের ব্যাপারটা ভারতের সাথে এস্ট্রোজেনেকার যেই ডিল সেটা তো আপনি আমি তো ঢাকঢাক-গুড়গুড় কথা বলার সময়ে নাই। আর আমরা না বললেও তো ফরেন মিনিস্টার নিজেই বলেছেন যে এই একটা বিশেষ কোম্পানি বা বিশেষ ব্যক্তির চাপে অন্যান্য জায়গায়, অন্যান্য সোর্স থেকে আমরা এগোতে পারি নাই। আরে আমার গরীবের সংসার নুন আনতে পান্তা ফুরায় আমি আপনার কাছে পাইলে কিছু জোগাড় করবো। উনার কাছে পাইলে কিছু জোগাড় করবো। কোভিড পলিটিক্স এটার উপরে একটা আর্টিকেল আমি জার্নালে দেখতেছিলাম। যে সারা ওয়ার্ল্ডে এটা নতুন না। এটার ইতিহাস আছে আপনার জানার কথা যে এই ধরনের মেডিকেশন নিয়ে একটা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স আছে, স্ট্যাটিজি আছে তাদের। যেমন যতগুলো ভ্যাকসিন প্রকিউরমেন্ট এবং ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি আছে তাদের সাথে আমেরিকা একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে গেছে যে মেজরিটি তারা এখন কন্ট্রোলে নিয়ে নিছে। তাহলে আমাদের প্রথম অবস্থা যেটা প্রয়োজন ছিল যে ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলটা সেটা এক্টিভেট করা। কেন হয় নাই সেটা যদি আমরা এটাতে ভালো লাগবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন উনি বিদেশের সবকিছুই দেখভাল করেন উনি যখন বলেন যে একটা বিশেষ ব্যক্তির চাপে এগুলো আমরা করতে পারে নাই তাহলে দেখেন শুধু ব্যক্তির হয়তো কিছু মুনাফা বিষয় থাকতে পারে। একটা জাতিকে কত বড় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা ফেলে দিয়েছি । এখানে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি, ব্যক্তিপ্রীতি, কোম্পানি প্রীতি বিবেচনায় না নিয়ে বরং আমাদের উচিত ছিল আরো অন্যান্য সোর্স থেকে আমরা যেন প্রকিউরমেন্ট করতে পারি কারণ আমাদের ছোট্ট একটা দেশ এটাতো দেশের জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন দিয়ে না এটা হচ্ছে জনসংখ্যার উপরে। সুতরাং আমার মতে এরকম ডের ভাগ করলে উন্নত দেশের দশ বিশটা জনসংখ্যার সমান জনসংখ্যা আমরা এখানে এত থিকলি পপিলেটেড। তাহলে মিজান ভাই আপনি যেটা অল্প একটু টাচ করছেন আরো আপনার গভীরে বলা উচিত ছিল যে ইট ইজ এ গ্রেট ব্ল্যানডার যে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা ডক্টর, যারা এই বিষয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে যারা কাজ করেন তারা প্রথম থেকেই বলেছে যে এটা যদি উনারা স্ট্যাটিজিকালি একেবারে যা ধরবেন পাটিগণিত এর মত টকশোতে দেখিয়ে

দিয়েছেন যে প্রতিদিন এতজন করে যদি টিকা দেয়া হয় তাহলে আমাদের কত বছর লাগবে। সুযোগ পেলে আপনার পুশ করার ব্যাপারটা গেল। তারপর আপনার প্রকিউরমেন্ট প্রসিডিউর আছে। তারপর রিজার্ভেশনে প্রসিডিউর আছে। তারপরে ভ্যাকসিনটা যারা প্রয়োগ করবে তাদের একটা প্রশিক্ষণে ব্যাপার আছে। আমরা যদি বলি জিল্লুর ভাই যে আমাদের পূর্বের এই টিকা যারা করে কিছু কর্মী আমাদের আছে এটা সত্য কিন্তু সেই কর্মীর উপরে তো এই অবস্থয় এখন আর ভরসা করা যাচ্ছে না। এখনতো কুরআমিনের দরকার। এখনতো এন্টিবায়োটিক নিয়ে আপনি আর আমি ভরসা রাখতে পারছিনা। প্রতিদিন যেভাবে বাড়ছে রোগী এখন ডক্টর আইসিইউতে জায়গা দিতে পারছে না। মেডিসিন দেওয়া যাচ্ছে না। রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে পা রাখবে এমন পরিস্থিতি সেখানে নাই। যদি আমাদের অবস্থা হয় ধীরে ধীরে মানুষ মানুষ যখন আরো অনাস্থা শীল, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তখন পরিস্থিতি আমার মনে হয় ডেট্রয়েট করবে। এখনই আমার পক্ষ থেকে আমি মনে করি যে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলুন বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বলুন আমাদের ওপর জনগণের আস্থাটা দীর্ঘ নয়। এক মাত্র একজনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে সবাই তাকিয়ে থাকেন নিজের খেয়াল করেন সেটা মোটামুটি দ্রুত এবং একটা ফলপ্রসূ কিছু আসবে বলে জনগণ সেটা আশা করে। আমিও তাই আশা করি কারণ বাস্তবে হচ্ছেও তাই যে কোন প্রধানমন্ত্রী নিজে উনি ইনভাইট করে দিতে পারেন। উনি পার্সোনাল অ্যাপ্রচ করতে পারেন। যেই জায়গায় কোভিড ভ্যাকসিন গুলো এভেলেবেল আছে সেখান থেকে যে কোনোভাবেই হোক আমাদের এটা আনতে হবে যতই লকডাউন যাইহোক এখন আপনি যেটা বলেছেন আই ফুললি এগ্রি। লকডাউন দিয়ে ঘরে বসায় রেখে কয়দিন ঘরে বসায় রাখবেন। এটা সম্ভব না। আর ঘরে বসে আপনি কি খেতে দিবেন তাদের। আপনি একজন বড় উদ্যোক্তা। আপনি বলুন আপনার কোম্পানি কতদিন চাকরিতে ইয়ে রিডিউস করতে হয়েছে। অনেক হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে, পর্যটন শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। গার্মেন্টস দেখেনা। প্রণোদনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিলেন বড় বড় ব্যবসায়ীরা টাকাগুলা বিশেষ করে গার্মেন্টসে টাকা নিয়ে নিল। নেয়ার পরে সেখানে কর্মচারী ছাঁটাই। এরপর আমরা দেখলাম তারপর কি দেখলাম প্রকৃত প্রান্তিক কৃষক সে কৃষক টাকা পায় নাই। কে পেল কত অনিয়ম যে দলীয় কিছু ব্যক্তি তারা মনগড়া কিছু নামধাম ঢুকায়ে নিলেন তারপর কি হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডেফিনেটলি আমরা তো উনার একশন রিট করতে পারি। উনি নাকচ করেছেন যে, খুশি হয়েছেন যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মনে হয় যে নেপোটিজম ফেভারিটজম স্বজনপ্রীতি ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না কারণ খাটের তলে আমরা চালের খনি কারো বিছানার তলে তেলের খনি এগুলো আবিষ্কার করেছে এই সময় এই সাহায্যের টাকা দিয়ে। তারপর কি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি একেকটা

জেলা প্রশাসনিক দায়িত্ব একটা সচিবকে দিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দিলেন। আমাদের জন্য একটা বড় ধাক্কা না যারা আমরা সমাজসেবক বলে পরিচয় দেই। আমরা যারা জনগণের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি, জনগণের কল্যান তো সারাদিন মুখে চাপাবাজি ছাড়া তো ভালো কাজ এই করোনার সময় যে কেউ করে নাই তা না। আছে কিছু কিছু কিন্তু বেশিরভাগ কাজগুলো তো সঠিক হয় নাই। সব দলীয় লোক মুখ দেখে কিছু সাহায্য অথবা নিজের আত্মীয়কে দাওয়া হয়েছে। জনগণ তো সবারই। এখনতো অভাব সবারই। সবারই সাহায্যের প্রয়োজন আছে দল-মত নির্বিশেষে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিলেন যে তোমরা যাও সামনে গিয়ে আপনারা এটাকে একটু ম্যানেজমেন্ট করেন। এখানে আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হতে হবে যে এই স্বজনপ্রীতর, দলপ্রীতির সময় এখন না। এখন মানুষকে বাঁচাতে হবে। খাদ্য দিয়ে, অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে আর প্রয়োজনে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মিজানুর রহমান বাজেট সম্পর্কে আপনার অভিমত যে কতটা কোভিড ফ্রেন্ডলি হলো কতটা এম এম যদিও এটি বলা হচ্ছে যে এটি ব্যবসা বান্ধব হচ্ছে, অনেকেই মনে করেন এটি উপরতলার ব্যবসায়ীদের জন্য হয়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি সুবিধা তারা আসলে তেমন কিছু পাচ্ছেন না সরকারি কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বাজেটটি করা হচ্ছে সো আপনার অবজারভেশন কি?

মিজানুর রহমানঃ এইবারে বাজেটটা খুব ইন্টারেস্টিং বাজেট এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে কিছু জায়গায় স্পেশালি ধরেন ব্যবসায়ীরা যেহেতু প্রায়ই বছর দুয়েক সাফার করছে এখানে কিছু করপোরেট ট্যাক্স কমানোর হয়েছে মানে ২.৫ পার্সেন্টের মতো স্ল্যাশ আউট করা হয়েছে। এছাড়াও আপনার ধরেন যেটা করা হয়ে যে ব্যবসা বান্ধব একটি ইনভারমেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের যেগুলো উদীয়মান শিল্প লাইক আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং রেফ্রিজারেশন থেকে শুরু করে, এগ্রিকালচার থেকে শুরু করে এগুলোতে কিন্তু অনেক ইমপোর্ট ডিউটি কয়েকটা জিরো করা হয়েছে তো এগুলো এবারকার বাজেটে এই দিকগুলো কিন্তু অনেক ভালো কিন্তু এটা মূলত মানে এটা আমার পার্সোনাল স্টাডি, আমার পার্সোনাল অপিনিওন যে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের ইকোনমি চালিকাশক্তিটা হল এগ্রিকালচার। আমি মনে করি আমাদের দেশের ইকোনমির চালিকা শক্তি হল এসএমই গুলো। স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলো। যেটা জিল্লুর ভাই খুব সুন্দর করে বলতে চেয়েছেন যে, মূলত প্রণোদনার বিষয়গুলো নিয়ে যে কথাবার্তা হয়েছে মূলত প্রণোদনামূলক কাদের দরকার। আমরা যদি একটু ওয়াইড করি বিষয়টা মানে একটু বড় করি তাহলে আমাদের এসএমই'র উপরে প্রচন্ড

পরিমানে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ এখনও যদি আপনি ধরেন আমি যদি আমার কথাটা বলি আমি আমার ব্যবসায় আমি ধরেন ফিফটি পার্সেন্ট পিপল রিডিউস করেছি। আমি অনেক ব্যবসা সালেন্ডার করেছি। আমি মানে ধরেন এটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারছিনা কারণ ইট ইজ আ সিচুয়েশন। এটা আপনার ধরেন এটাকে ইন্টার্নাল ফোর্স বলা হয়। এটাকে এক্সটার্নাল ফোর্স বলা হয়।ইন্টার্নাল ফোর্স ওমানে হচ্ছে আমি ব্যবসাটাকে ওয়ে ফরোয়ার্ড করতে পারছি না। কিন্তু ডিমওয়ালা বলেন মুরগিওয়ালা বলেনি এ থেকে শুরু করে যারা স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ যারা আছে তারা কিন্তু জীবন-জীবিকা এগুলো নিয়েই তারা স্ট্রাগল করছে। সেই জায়গাগুলোতে মূলত ইন্সেন্টিভ যেভাবে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল এখানে লোনের যে হেল্প টা দরকার ছিল সেভাবে কিন্তু পৌঁছায়নি। ইভেন আপনি ধরেন এবার যদি এসএমই খাতে লোনের যে বিন্যাস গুলো আপনি দেখেন তাহলে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় প্রপার অ্যাকম্মডেশন এসএমই ইন্ডাস্ট্রি পয়নি। এবং বাংলাদেশে উন্নত জন্য কৃষি এবং স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিগুলো বেশি করে আমি এও মনে করি যে এদেরকে ফোকাস করার জন্যে একটা আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা একটা আলাদা বডি দরকার যে এই সমস্ত ছোট ছোট ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কে মানে হেল্প টা তাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা, তাদের সমস্যাগুলো কি সেগুলোকে আপনার ইয়ে করা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এবার কার বাজেটে আপনার ধরেন যে স্বাস্থ্যের বিষয়টা উঠেছে। আপনি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটা হলো যে জিল্লুর ভাই বললেন যে ৩৫ বছর লাগবে এই ভ্যাকসিন তৈরি করতে এখন আমরা যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে না পারি আমরা তাহলে কিন্তু এই মার্কেট টাকে ওপেন করতে পারবোনা। আমি বলছি যে, ফ্রীলি মানুষ মুভমেন্ট করতে পারবে না। ফ্রিলি যদি মানুষ মুভমেন্ট করতে না পারে তাহলে তো আর ইকোনমি সচল হবে না।

মেজর জিল্লুর রহমানঃ না না আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে দেই দেখেন সঞ্চালক সাহেব বললেন বাজেটের কথা। বাজেট দিয়ে আপনিতো বাজেট দিচ্ছেন তারা তো খরচ করতে পারে নাই। এবারও তারা ফেরত দিয়েছে তাদেরকে সক্ষমতার প্রশিক্ষণ দরকার। আমি মনে করি গোপাল ভাঁড়ের বই যদি জিল্লুর ভাই একটা করে হাতে দেওয়া যায়। গোপাল ভাঁড় লোকজন ধরে ঘুষ খেত। রাজাকে সে বললো আপনার প্রধান বুদ্ধিজীবী আমাদের তো টিকিট দিচ্ছে না বাড়ি গিয়ে গিয়ে ঘুষ চায় তাহলে তো ওকে জেলে দিব। এখন রাজা বলল যে গোপাল আমার বাড়ির পিছনে যে নদীটা কয়টা ঢেউ হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক ছাড়া তা কেউ গনে দিতে পারবে না। ঠিক আছে তাবু লাগায়ে বসে আছে পানসি নৌকা যাচ্ছে কথা ভিরায় ভিরায় এইদিক আয় সকাল থেকে ঢেউ গুনছিস সেই ঢেউ তুই উল্টাপাল্টা করে ফেলছিি ঘুষ দে। তো সে যেয়ে নালিশ করছে ও বলল যে ও

যাতে মানুষের সাথে কন্টাক্টে না যেতে পারে এর জন্য ঢেউ গুনতে দিলাম ঢেউ গুনে সে যদি পয়সা পায় তাহলে আমি ঠেকাবো কিভাবে তার ঘুষ। এই কথাগুলো আমাদের প্রজেক্ট তৈরি করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ দরকার।

মিজানুর রহমানঃ আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম জিল্লু ভাই অবশ্য একটু ডাইভার্ট করে ফেলছে আমাকে। বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্বাস্থ্যখাতে যেই পরিমান মানে ধরেন গুরুত্ব দিয়ে, যে পরিমাণ বাজেট দিয়ে মানে সেই পরিমাণে সক্ষমতা ডেভেলপমেন্টের জন্যে যেটা করা উচিত আমার মনে হয় সেই জায়গাগুলোটা ওয়েল কাভার্ড না। এখন বলেন আমরা ইনহেরেন্ট কিছু প্রবলেম নিয়ে মানে চৌর্যবৃত্তি, চুরি এগুলো নিয়ে গল্প বললে কিন্তু আমরা শেষ করতে পারবো না। কারণ এটা যতনা ধরেন মানুষের অভ্যাস তার থেকে সিস্টেম লসটা অনেক বেশি কারণ ফাঁকফোকর থাকে বিধায় কাজগুলো করে। এখন আমি বলছি যে হেলতে প্রচন্ড গুরুত্ব দিয়ে আপনার ধরেন আমাদেরকে প্রতিটি যেমন একটা ধরেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ইসলামিক মস্কগুলো যেভাবে উদ্বোধন করেছেন ঠিক সেইভাবে যদি প্রত্যেকটি জেলা-উপজেলা তে যে আমাদের ধরেন হসপিটালগুলো বা আমি বলতেছি যে তাদের নার্সিং ইনস্টিটিউট এগুলো করি যদি আমরা তাহলে এখানে ডেপ্লয়মেন্ট দেওয়া হবে। আবার এই মানুষের স্বাস্থ্যের দিক টা কিন্তু আপনার এখন ঠিক করতে হবে। এটা অন্য হেলতের ইস্যুগুলোর আর কৃষির যে ব্যাপারটা আমার কাছে এবার কৃষির যে গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছে কৃষিতে সেই কৃষি যে গুরুত্ব গুলো দেওয়া হয়েছে এটা আসলে যারা স্টেকহোল্ডার তারা আসলে কৃষি কে বাঁচিয়ে রেখেছে বা কৃষি কে নিয়ন্ত্রণ করে কর্ম করে যারা পায় এখন উদাহরণস্বরূপ ঠিক এই মুহূর্তে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঢাকাতে ধরেন হিমসাগর আম টা কিনেতেছি ৭০ ৭৫ টাকা কেজি কিন্তু আপনি জানেন আজকের দিনে বিকজ অফ দা কোভিড যে তারা আপনার চালভর্তি করে ৫ টাকা কেজিও আম বিক্রি করতে পারছে না। তাহলে এই কভিডের সময় তাদের আম মানে তারা বাজবে কিভাবে বলেন একদিকে তারা ঘরে ঘরে মানুষজন গুলো মারা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের যে সাপ্লাই চেইন গুলো সেগুলো এনসিওর করা উচিত ছিল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য মিলিটারি নেমে যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য মানে অনেক ভলান্টারি অরগানাইজেশন আছে অনেক মানুষ জন আছে তারা কাজ করে কিন্তু ওয়াদ দা হেল গোইয়িং অন আপনার তাহলে এই যে প্রোডিউস তারা তৈরি করল বছরের পর বছর অপেক্ষা করে সেই প্রডিউস গুলো কিন্তু মার্কেটপ্লেস আসতে পারল না। তাহলে এগুলো কেন হচ্ছে বিকজ অফ দা মিস ম্যানেজমেন্ট। বিকজ অফ দা লেস ফোকাস, এটাকে আপনার ধরেন আন্ডারস্ট্যান্ড করে সাপ্লাই চেইন গুলোকে মানে আমাদের যাইহোক সাপ্লাই চেইন যাতে ঠিক থাকে। মানে লোকজন যাতে তাঁর প্রডিউসটা মার্কেট প্লেসে পৌঁছাতে পারে। তো সেই কাজগুলো কিন্তু

আমি হয়তো ধরেন বীজে একটা ভর্তুকি দিচ্ছি আমি সারে ভর্তুকি দিচ্ছি কিন্তু প্রডিউসটা যখন তৈরি করব সেই প্রডিউসটা তার মার্কেটপ্লেসে পৌঁছে দিয়ে তাকে সেলের সুবিধা করার জন্য যেই সাপ্লাই চেনে সহযোগিতা করার কথা ছিল সেটা আমরা করতে পারি না। আমার মনে হয় যে এই সিস্টেমের যেই লসগুলো আছে সে গুলোকে দেখে, সে গুলোকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে সেটাকে রিপেয়ার করা মেণ্ডিং করা এখন কিন্তু একটা নেসেসারি ইয়ে মনে করি।

জিল্লুর রহমানঃ মেজর জিল্লুর রহমান আপনি বলবেন এবং একই সঙ্গে একটু যোগ করে দিতে চাই আপনার দেখেছেন যে পত্রপত্রিকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা বলবো অনেক কিছু সীমিত বাংলাদেশ অনেকেই বলেন এখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টরের মত অ্যাক্ট আছে যেটি অনেক মানুষের চিন্তা স্বাধীনতাকে খর্ব করে। সেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক খারাপ কিছু হয়। একথা ঠিক অরুচিকর, মানহীন সেখানে যায় কিন্তু তারপরও সেখানে এক মানুষের এক ধরনের নিশ্বাস ফেলবার জায়গা সেটাকে নিয়ন্ত্রণের এক ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে রোলে খবরা খবর বেরিয়েছে। সেই বিষয়টি একটু শুনতে চাইবো আপনি কিভাবে কি মনে করেন যে এই বিষয়টা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত?

মেজর জিল্লুর রহমানঃ আপনার এটা একটু পরে আসি আমি একটু এড করি ভেরি ইম্পরট্যান্ট জিনিস মিজান ভাই যেটা বলেছে আমি পার্সোনালি এফেক্টেড এসএমই গ্রুপের আমি একটা কৃষক পরিবারের সন্তান বেসিক্যালি মেজর হলেও আমি কৃষক পরিচয় দিতে গর্বিত বোধ করি। সেটা হল কৃষকের যে প্রোডাক্ট যেটা উনি বলেছেন মাছ বলুন, ডিম বলুন, মুরগি বলুন, দুধ বলুন এরা তো এই প্রোডাক্টটা সেল করতে পারছে না।এটা তো সাংঘাতিক। তারা তো হ্যান্ড টু মাউথ দে আর জাস্ট হার্ডলিং লাইক এনিথিং। এই জায়গা থেকে তাদেরকে বের করে আনার পথ আমাদের বের করতে হবে। কিভাবে সেটা একটু বলি মিজানুর ভাই বলেছেন কেউ টাকা পায়নাই, পেয়েছে। কিছু মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে কিছু কিছুটা প্রণোদনার টাকা পেয়েছে অনেকে আমি জানি কিন্তু এটা সামান্য হাতেগোনা। এটার জন্য সাপ্লাই চেইনের জন্য দেখলাম কয়েকদিন আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী চাপাই থেকে রাজশাহী থেকে স্পেশাল ট্রেনে আম ঢাকায় পৌঁছানোর উদ্বোধন করলেন এবং ব্যবস্থা করলেন। সবাই খুব সুখী ছিল। ঢাকাবাসী সুখী ছিল। তারাও সুখী ছিল যে তারা ন্যায্য দাম পাবেন। এখন আমি মিজান ভাইয়ের শেষ কথাটা বলি এটা আমার বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মালয়েশিয়া থেকে বেশি দূর যাওয়া লাগবে না রাস্তার পাশে,মাঠের পাশে সন্ধ্যার সময় বাজার বসে এটা কিন্তু কোন ডিফাইন বাজার না শুধু সন্ধ্যার সময় যে যার প্রোডাক্ট যে যা করতে চাই ওই

রাস্তার পাশে নিজের একটা তাবু আছে একটা মাইক্রোবাস আছে এসে অমনি ছাদ করে ছাতার মতো খুলে। বসে,দাঁড়ায় বিক্রি করে দেয়। এই ধরনের ইনোভেটিভ কিছু আইডিয়া মিজান ভাইয়ের মত যারা ব্যবসা জগতে অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাউকে ডেকে এক জায়গায় কাউন্সেলিং করে এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ করে একটা আইডিয়া নিয়ে আইডিয়াল একটা সিচুয়েশন তৈরি কিভাবে করা যায় এই সমস্ত প্রোডাক্ট আমাদের মুখে যারা তুলে দিচ্ছে তারা যেন বেঁচে থাকে,তারা শেষ হয়ে গেলে তো জাতি শেষ হয়ে যাবে এই জায়গাটায় আমাদের আসতে হবে। এখন আছে আপনার ইয়েটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের যে কথাটা আপনি বলছেন সেটা হচ্ছে জিল্লুর ভাই আগুন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা যত কাপড় দিয়ে যত মোটা কাপড় দিয়া বাজান ও আস্তে আস্তে পুড়ে বের হয়ে চলে যাবে। একটা পার্টিকুলার কান্ট্রি আপনি মায়ানমার না আপনি উত্তর কোরিয়া না যে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য-খাবার সবকিছুতে যে আপনি যা বলবেন তার বাইরে কিছু করতে পারবে তা আমি মনে করি না। হয়তো আশুক আরো ভিতরে এই কমপ্লেসাইনটা আসতে পারে যে এটা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা এই জায়গার অপব্যবহারটা আমরা রোধ করতে পারব। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ একশন। আমি অ্যাক্টিভ একশনের এরচেয়ে গুরুত্ব দিই প্যাসিভ একশন। সেটা হচ্ছে এটার যথাপোযুক্ত ব্যবহার সঠিক ব্যবহারটাকে মোটিভেট করে বুঝাতে হবে যেমন একজন এসপি সাহেবের কিছু কর্মকান্ড আমার ভালো লেগেছিল যে স্কুল টাইমে বাইরের কোন স্কুলের বা কলেজের ছেলে পেলে দোকানে এখানে-সেখানে আড্ডা মারতে দেখলে ধরত। তারপর সন্ধ্যার সময় ধরত এই ধরনের কিছু নিয়ম-কানুনযদি করা যায় আরেকটা হচ্ছে যারা এই মিস ইউস করে তাদের কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপার কাউন্সেলিং এর জন্য যারা ক্রিমিনোলজি রুপোর এক্সপার্ট আছে, সাইকিয়াট্রিস্ট আছে তারপর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা অভিজ্ঞ আছে একটা টিম করে, আউটসোর্সিং করে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ক্লাস নিতে পারে তাদের মো টিভেট করতে পা রে। করে এটা সঠিক ব্যবহারটা কি হতে পারে তাদের মনোজগতে যদি আমরা পরিবর্তন আনতে পারি তার ফলে যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে দেখেন এই যেটা আপনি বললেন সেটা হচ্ছে আমার স্টাডি এটার উপরে সেটা হচ্ছে আপনার ১০ বছর থেকে ২৯ বছর যে ইউথটা, যুবক বা কৃষক আমরা যারা বলি এটার মিস ইউস ক্রাইম অপরাধ এরাই বেশি করে এটা। এই টিকটাক টুকটাক যাই বলেন না কেন এই ধরনের গ্রুপে এই বয়সের গ্রুপটা এটা এর সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িত আছে জেন্ডার, তারপর জড়িত আছে যে পোর স্কুল অ্যাটেনডেন্স,তারপর হচ্ছে বাড়িতে হোম ভায়োলেন্স তারপর হচ্ছে সেই যে জগতে চলাফেরা করছে সেখানের ভায়োলেন্স তারপর হচ্ছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ। অর্থাৎ ড্রাগ মাদক এটা। তারপরেরটা কি সেটা হচ্ছে যে এলাকার গডফাদার,

রাজনৈতিক বড় ক্ষমতাধর নেতা তাদেরকে মাদক ট্রাফিকিংয়ে ব্যবহার করা হয়। অস্ত্র ট্রাফিকিংয়ে এর ব্যবহার করা হয়। অস্ত্র পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়। দখলদারিত্বে টেন্ডারবাজিতে ব্যবহার করা হয়। বড় ভাইরা ক্ষমতা দেয় কিছু কিছু সে সেটা এপ্লাই করে দেখে যে এই বয়সে হিরোইজম মেন্টালিটি থাকে মিজান ভাই। এই জায়গায় কিভাবে কন্ট্রোল করা যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক একটা প্রজ্ঞা নিয়ে, প্রমিস নিয়ে আমাদের আসতে হবে সামনে। সর্বদলীয় শুধু একদল না যে আমাদের এই ইয়তকে যদি আমরা না রক্ষা করতে পারি জিল্লুর ভাই ইউ মাইন্ড ইট যে আমাদের একমাত্র আশা ভরসার জায়গা হচ্ছে আমাদের ৩৮, ৪০ পার্সেন্ট এর মতো হচ্ছে যুবক। কিন্তু উন্নত দেশে তাদের যুবক হচ্ছে ১০ পার্সেন্ট এর উপরে নাই। যারা ভবিষ্যতে আরো ১০ ২০ বছর কন্ট্রিবিউট করতে পারবে জাতিগঠনে এবং জাতি উন্নয়নে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে। আমাদের সেই আশাটা আছে। সেই আশার জায়গায় আজকে যদি সেই সব ছেলের ড্রেইল হয়ে যায়, সব মেয়েরা যদি আজকে ড্রাগ ধরে, আজকের সিসা ধর্ আজকে যদি তারা ইয়াবা, বাবা এগুলা খেয়ে তারা যদি সর্বনাশের পথে চলে যায় তাহলে জাতির সামনে তো আর তো কিছু নাই। সুতরাং এই যে আপনার ডাবল এইজড ওয়েপন এই এইজড ওয়েপনের চেয়ে একদিকে এটা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে অন্যদিকে এটা ব্যবহার প্রয়োজন আছে আপনার বহির্বিশ্বে উইন্ডোজ ক্লোজ করে থাকতে পারবেন না। আপনার উইন্ডোজ খুলে রাখতেই হবে। এটা কতটুকু এটা যোহরের মত বেশি দিলে মারা যাবে আবার একটার প্রয়োজনও আছে। কতটুকু দেয়া যাবে এবং কতটুকু দেওয়া যাবে না এটা নিয়ে বিশেষজ্ঞ যারা আছে তাদের সাথে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব কিন্তু যে আমি একেবারে বন্ধ করে দিব এটা যদি হয় তাহলে তো মানুষ ভাববে এভাবে সরকার এখানে নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য হয়তো হাসিলে উদ্দেশ্য আছে যে আমাদের কোন কর্মকান্ড যাতে যোগাযোগ করে বহির্বিশ্বে যাতে কেউ কমিউনিকেট না করতে পারে। এই ধরনের ব্যাপার গুলো আসতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করেছি এখানে এখন আইন রি ব্যালেন্সিং যেটা ইউ এন টাস্কফোর্স সাইবার এবিউসের উপরে তারা বলেছেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রান্স নেশন যে অ্যাবিইউজ হচ্ছে সাইবার জগতে, ভার্চুয়াল জগতে সেটাকে রিব্যালেন্সিং দরকার। সেটার জন্য ট্রিটমেন্ট, কেয়ার, মোটিভেশন এবং তাদের সেখানে ফিন্যান্স করতে হবে। অন্য তোদের যেমন আমাদের ইগনোর হচ্ছে কোন জায়গায় বস্তি বলি আমরা যেটা স্বাভাবিক কোথায়, যেখানে স্কুলে কম যায়,এখানে কালচারালি তারা খুব উন্নত মনের হয় নই। সেই জায়গাগুলো আগে বেশি অ্যাড্রেস করতে হবে এটা ইউ এন এর যে টাস্কফোর্স আছে তারা এটা রিকমেন্ড করেছে। এগুলো আমাদের সরকারকে বিবেচনায় নিয়ে একটা ডিটেইল

পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে তারপর কতটুকু ছাড় দিবেন কতটুক বন্ধ করবেন এবং আইন নতুন করে প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

জিল্লুর রহমানঃ জি মিস্টার মিজানুর রহমান।

মিজানুর রহমানঃআমি এই বিষয়টা এখন হলো কান্ট্রি ওয়াইড আমরা ইন্ডিয়াতেও দেখতেসি যে মিডিয়াকে কন্ট্রোল করার জন্য মানে টিকটক হোয়াৎস অ্যাপ থেকে শুরু করে এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা হ্যাসেল চলছে আরকি। এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হলো উনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের যেই ইয়াং জেনারেশন প্রায়ই আপনার ধরেন ৩৭ পার্সেন্ট। এই ৩৭ পার্সেন্ট ইয়াং জেনারেশন কিন্তু লাস্ট টু ইয়ার্স ক্লাসে যেতে পারে নাই । আমরা অনলাইন বলেন অফলাইন কম বলেন আমরা কিন্তু তাদের এনগেইজও করতে পারিনি। মূলত যখন মানুষের কথা বলার কোন সুযোগ থাকে না তখন সোশ্যাল মিডিয়া গুলো তে এসে মানে যাচ্ছেতাইভাবে গালিগালাজ থেকে শুরু করে, যাচ্ছেতাই পোস্টিং গুলো করা মানে এই জিনিসগুলো করছে। এখন দেখেন ব্যাপারটা কি ম্যাটারটা হচ্ছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাটেটটে কি হচ্ছে মানে ডিজিটাল সিকিউরিটি আক্তের একটা অপব্যবহার হচ্ছে। এই যে কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক নিয়ে আমাদের যে টোটাল একটা ম্যাস সিচুয়েশন দেখা গেল। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাকট প্রয়োজন আছে। কিন্তু যারা স্টেকহোল্ডার যারা ধরেন এটাকে সে আপনার প্রোগ্রামেরও কিন্তু একটা ডিজিটাল ভার্সন যাচ্ছে। এখন ধরেন এখানে গিয়ে গেস্টকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করা, কেউ যদি তার মতের বিপক্ষে কথাবার্তা যায় তাকেই ধরেন ভিন্ন মতলম্বি বলে আপনার ইয়ে প্রদর্শন করা এটাও খারাপ। আমি বলছি যে এ ধরনের একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাকট দরকার আছে বাট যারা স্টেকহোল্ডার যারা এটাকে নিয়ে অ্যাওয়ারনেস ডেভলপ করবে, যারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, যারা এটার ভুক্তভোগী হবে আজকে আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যমগুলোকে নিয়ে বসে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এই অ্যাকটা করা যেতে পারে। বাট এটা ঠিক আছে আইনটা আমি এত ডিটেইল পড়ি নাই সো আমি যেটা বলব যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাকটাকে রাখা উচিত কিন্তু সেটা যেন অপব্যবহার করে ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের ওপর এটাকে জানাটা খরব হয়ে না উঠে আসে। এটা থাকা উচিত আমার মনে হয়।

জিল্লুর রহমানঃ আপনি কি আরও কিছু যোগ করবেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এক মিনিটের মাঝে।

মিজানুর রহমানঃআমাদের এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এডুকেশনে আপনার বাজেট বাড়িয়ে দ্রুত এডুকেশনকে টেকনিক্যাল এডুকেশন এ নিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের যেহেতু একটা লার্জ মার্জ অফ পপুলেশন আছে। এই যে ধরেন আমাদের ডাবল এম এ, ট্রিপল এম এ এগুলোর দরকার নাই। এমবিএ, বিবিএ এত কিছুর দরকার নাই। এগুলো গুটিকয়েক ম্যানেজার পড়বে। আর রেস্ট অফ দ্যা পিপল আমাদের তাদের ক্লাস এইট থেকে শুরু করে আপনার ধরেন একেবারে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষকে টেকনিক্যাল এডুকেশন এ এডুকেটেড করতে হবে। সরকারের উচিত এখনই এর উপরে ইনভেস্ট করা।
জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার জিল্লুর রহমান আমরা শেষ প্রান্তে।

মেজর জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ দিব আমি মিজান ভাইকে এটা কিন্তু জাতির একটা সোল পয়েন্ট। এটা কিন্তু আমি এটার সাথে লিংক প্রফেসর কায়কোবাদ সাহেব অনেকদিন আগে একটা কথা বলেছিলেন আমাদের টকশোতে সেটা হচ্ছে যে নর্মাল বি এ, এম এ আর বিসিএস মাথায়, ডাক্তার, কবিরাজ হব। এর বাইরে কিছু চিন্তা থাকে না গার্জিয়ানদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে। কি সেটা জব মার্কেট অরিয়েন্টেড আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। উনি যেহেতু এখানে আছেন এটা আমি বলে রাখি আমার এত বি এ, এত এম এ এতকিছু আমার মিডেল ক্লাস এক্সিকিউটিভ এই দেশে তৈরি করতে পারে না এখন পর্যন্ত। আজকে ইন্ডিয়া থেকে আনতে হচ্ছে আজকের শ্রীলঙ্কা থেকে আনতে হচ্ছে।

মিজানুর রহমানঃ ইউ আর রাইট

মেজর জিল্লুর রহমানঃ আমার একটা ফ্রেন্ড তার একটা ছেলের চাকরির জন্য আমাকে বলছিল আমি খালি বললাম যে এখন কিন্তু প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে রিটায়েড অফিসার প্রশাসনিক হোক এবং যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এখন প্রতিষ্ঠিত এবং কোয়ালিফাইড। গেলে প্রথমে আগের মত বলে না তোমার নাম কি বাড়ি কোথায়, আমি ভাত খাই ইংরেজি বল। নো। প্রথমেই বলবে আমার অমুক বায়ারের কাছে আমি অমুক দিন মালটা পাঠাতে পারছিনা একটু ড্রাফ করোতো। একদম হাতেনাতে ওখানেই ধরা খেয়ে যাবে। এই কোন কিছুই তারা ড্রাপ করতে পারেন। ইংরেজিতে দুর্বল কেন আমি বাংলা ভার্সনে ছিলাম, ইংলিশ ভার্সনে ছিলাম, অনার্সে পরে তো ইংরেজি শেখায় আর বাংলা কোনো বই নাই। এই জায়গাটা আমি বলব জব অরিয়েন্টেড শিক্ষা উনি যেটা বলছেন আমাদের সেই টেকনিক্যাল শিক্ষা শিক্ষিত করে আনতে হব। বেকার যারা আছে আপনার অনেক জায়গায় আপনি চাকরির জন্য লোক খুঁজছেন কিন্তু উপযুক্ত লোক পাচ্ছেন না। আপনার বিয়ে পাস

ঘুরে যায়। আমি যেই বলি যে ভাই আমার এখানে মাছের খাদ্য খাবার দিতে পারবা,মুরগির খাদ্য খাবার দিতে পারব্ গরুর খাদ্য খাবার দিতে পারবা, বেতন পাবা ১০০০০-১৫০০০। কিন্তু এও আবার যে ১২০০০ টাকার চাকরিতেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিকজ জব ওরিয়েন্টেড আমাদের শিক্ষাটা প্রয়োজন। টেকনিক্যাল অক্কেশনাল ট্রেনিং আমাদের এভাবে দিতে হবে। তারপরও আমি বলবো বিজিএমআইএ একটা প্রতিষ্ঠান করেছে সেখানে কিছু টেকনিক্যাল কাজ শিখাচ্ছে। শ্রীলংকা আজকে এখানে গেছে মিজান ভাই কিভাবে। প্রথম থেকে আমরা তাদের দর্জির দেশ ডাকতাম। যারা জাতিসংঘে চাকরি করতো ওদের বলতাম সানাত এই আরেক দর্জি তো ওরা হাসতো। তোরা বলতো দর্জি তোমাদের দেশে গিয়ে সব শিখাচ্ছি সব। একদম সত্য কথা এটা। তাদের শিক্ষা কোয়ালিটি কেমন জব মার্কেট অরিয়েন্টেড আমাদের সেই জব মার্কেট অরিয়েন্টেড শিক্ষা ব্যবস্থায় যেতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস্টার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং মেজর জিল্লুর রহমান আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হবার জন্য। দর্শক আমাদের অতিথিরা কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছিলেন যে বাংলাদেশের অনেক কিছুই হচ্ছে আবেগ দিয়ে যেখানে বিবেকের কোন নিয়ন্ত্রন নেই যেটি খুব জরুরী এবং কোভিড ট্রমাটা কেটে গেছে মানুষের মধ্য থেকে সেই ট্রমাটা থাকাটাও আসলে মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর। কিন্তু সচেতনতা যেই হারে বাড়া দরকার ছিল সেটি বাড়েনি এবং আমরা সব কিছুই উনারা বলছিলেন যে দ্রুত মাথায় নেই কিন্তু দ্রুতই সবকিছু ভুলে যাই। সো কোভিড জীবন এবং জীবিকা দুটোকেই আঘাত হেনেছে বাংলাদেশ তো বটেই পৃথিবীজুড়ে সেটি হয়েছে এবং এখানে স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তি প্রীতি, দলপ্রীতি থেকে আমাদের সকল কর্মকান্ড কে বের করে আনতে হবে। যেগুলো বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যা তৈরি করেছে। বিশেষ করে কোভিডের ভ্যাক্সিনেশন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একথা উনারা বলছিলেন। এবং বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এটি বলছিলেন যে বাজেটে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের দিকে খুব বেশি নজর দেয়া হয়নি যেটি উচিত ছিল এবং পিছিয়ে পরামানুষের দিকে অনেক বেশি তাকানোর দরকার ছিল। বাংলাদেশে অনেক মানুষ দরিদ্র। দরিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে নতুন কোটি কোটি মানুষ। আমাদের দিকে নজর দেয়া অনেক বেশি উচিত ছিল। বাংলাদেশের সিস্টেম লস কমাতে হবে সেটিও জোরেশোরে বলছিলেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার কারণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নানা ক্ষেত্রে নানান ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেটি ও অত্যন্ত স্পষ্ট। কৃষির ওপর গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং কৃষি পণ্য বাজারজাতের জন্য ইনোভেটিভ আইডিয়া দরকার এবং সে গুলোকে কাজে লাগানো দরকার। এবং যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়

তার চাইতে বরং বেশি দরকার তরুণদের মধ্যে আশা জাগিয়ে তোলা। তরুণদেরকে সমাজে তারা যেন সমাজে শিক্ষা পায় কাজ পায়। তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন এ প্রসঙ্গে আসছে এবং উনারা বলছিলেন যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাকটের মত আইন দরকার বাংলাদেশ যে আইনটি আছে ১৮ সালের অক্টোবরে হয়েছে সেই আইনের অপব্যবহার হয়েছে অনেক। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের দুর্বলতাও প্রমাণিত হয়েছে কাজেই সেগুলো সংশোধন করা দরকার। শিক্ষার প্রসঙ্গে উনারা বলছিলেন যে আমাদের এখানে শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো দরকার যেমন স্বাস্থ্যখাতে বাড়ানো দরকার এবং শিক্ষাকে টেকনিক্যাল এডুকেশন এর দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সাথে মূল যেটি দরকার সেটি হচ্ছে গিয়ে জব অরিয়েন্টেড শিক্ষা দরকার। যেদিক টাতে আমরা আসলে কখনোই মনোযোগ দিই না। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।